14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...06 AUG 1996... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২......

ক্ষমতার দম্ভ ও দাপট দেখাবে না, দেখালে ক্ষমা নেই ॥ ছাত্রলীগের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার দম্ভ ও দাপট না দেখানোর জন্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, অতীত থেকে শিক্ষা নিন। গত ৫ বছরে বিএনপি নেতা-কর্মীরা যে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে গেছে আমার সংগঠনের কোন নেতা-কর্মী যেন তা না করে। যারা এর ব্যত্যয় ঘটাবে তাদের কোন ক্ষমা নেই।

সোমবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ছাত্রলীগের জাতীয় কমিটির বর্ধিত সভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় শেখ হাসিনা ছাত্রদের অস্ত্র ছেড়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অতীতে অনেক মেধাবী ছাত্রের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আমরা চাই না এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাক। আমরা চাই সবাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক।

(১১-এর পাতায় দেখুন)

ক্ষমতার দম্ভ *(প্রথম পাতার পর)*

যারা ফিরে আসবে আমরা তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব। যারা আসবে না তারা যে দলেরই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এনামুল হক শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বর্ধিত সভায় ৬৪টি জেলা থেকে ছাত্রলীগের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্নাও সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় উদ্বোধনী পর্বে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল জলিল, শামসুর রহমান খান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, খ ম জাহাঙ্গীর, আবদুল মান্নান, খালেদ মোঃ আলী, মমতাজ হোসেন, সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ, মাইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, ইকবালুর রহিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, জন্মলগ্ন থেকে ছাত্রলীগ এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কাজ করে গেছে। '৯০-এর আন্দোলনে এবং গত পাঁচ বছরে ভোটের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছাত্রলীগকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ছাত্রলীগকে একটি আদর্শ সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সংগঠনের সব নেতা-কর্মীকে নতুন চেতনায় জাগ্রত হয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে হবে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা ছাত্রদের এই কাজে লাগাতে চাই। এ বিষয়ে একটি প্রকল্প তৈরির জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গত ২১ বছর ধরে দেশে ইতিহাস বিকৃতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দেখেছি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পদদলিত করা হয়েছে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের অনেক তরুণ-শিশু আজ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানে না। গত ২১ বছরে বাঙালীর সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া সেই ইতিহাসের চেতনাকে আজ আমরা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি।

ক্ষমতার অহংবোধ না দেখানোর জন্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, গত পাঁচ বছর যাঁরা ক্ষমতায় ছিল তাঁদের আচার-আচরণ আমরা দেখেছি। তারা বলেছিল, ২৫ বছরেও নাকি বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে হটানো যাবে না। নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতারা বলেছিলেন, এমন মেকানিজম তাঁরা করে রেখেছেন যে, তাঁদের কেউ হারাতে পারবে না। কিন্তু এবারের নির্বাচনে মানুষ এমন বিপুল হারে ভোট দিতে এগিয়ে এসেছে যে, তাঁদের সব মেকানিজম ধূলিসাত হয়ে গেছে। জনগণ যে রায় দিতে ভুল করে না, তারাই যে সবচেয়ে বড় বিচারক এ থেকেই তার প্রমাণ মেলে।

শেখ হাসিনা ছাত্রলীগকে সুশৃঙ্খল সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা দেশ সেবার জন্য ক্ষমতায় এসেছি, ক্ষমতা ভোগ করার জন্য নয়। আমাদের আদর্শ উদ্দেশ্য ভিন্ন। কোন এক নেত্রী হুমকি দিয়েছিলেন, আমাদের নাকি দেখিয়ে দেবেন। সেদিন আমি ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের হাতে কাগজ-কলম তুলে দিয়েছিলাম।

শিক্ষাঙ্গনের অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা অস্ত্রকে অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করতে চাই না। আমরা যখন সন্ত্রাস বন্ধের কথা বলি প্রতিপক্ষ তখন আদাজল খেয়ে লাগে কিভাবে আরও সন্ত্রাস করা যায়। অস্ত্র হাতে নিয়ে যায় সন্ত্রাস করে, রোমাঞ্চ করে তাঁদের বলব একটা বয়স পর্যন্ত এসব ভাল লাগতে পারে, সারা জীবন ভাল লাগবে না। তাই অস্ত্র ফেলে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করুন। শেখ হাসিনা বলেন, দেশে আজ শিক্ষার মান নেমে গেছে। ছাত্র সমাজকে তাদের হৃতগৌরব ও আস্থা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে যাতে তাল মিলিয়ে চলা যায় সে রকম শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। অশিক্ষিত নেতৃত্বের হাতে দেশ পড়লে কি অবস্থা হয় তা আমরা অতীতে দেখেছি।